

## যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৭৬৩

১/ বিবিধ

আরবী

لما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيم بن مسعود في القبر نزع الأخلة بفيه  
[يعني العقد]  
ضعيف

أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ( 3 / 407 ) من طريق عباس بن محمد الدوري:  
حدثنا سريج بن النعمان حدثنا خلف يعني ابن خليفة - قال: سمعت أبي يقول -  
أظنه سمعه من مولاة، ومولاة معقل بن يسار - فذكره. وقال  
البيهقي: " قوله: " أظنه "، أحسبه من قول الدوري ". وأقول: كلا، بل هو من قول خلف  
بن خليفة، فقد قال ذلك في رواية ابن أبي شيبه أيضا، فقد أخرجه في " المصنف " ( 3 /  
326 ) : حدثنا خلف بن خليفة عن أبيه، أظنه سمعه من معقل عن النبي صلى الله  
عليه وسلم.. والزيادة له

قلت: وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالعلل

الأولى: خلف بن خليفة، قال الحافظ في " التقريب ": " صدوق، اختلط في الآخر،  
وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي، فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد  
الثانية: أبو هـ خليفة، وهو الواسطي مولى أشجع، لا يعرف، أورده البخاري ( 2 / 1 /  
191 ) وابن أبي حاتم ( 1 / 2 / 376 ) وابن حبان في " الثقات " ( 4 / 209 ) من رواية  
ابنه خلف فقط. الثالثة: شك خلف في إسناد أبيه للحديث عن معقل كما تقدم، بل إنه  
قد أرسله عنه في بعض الروايات، فقال أبو داود في " المراسيل " ( ق 2 / 21 ) : حدثنا

عباد بن موسى وسليمان بن داود العتكي - المعنى - أن خلف بن خليفة حدثهم عن أبيه قال: بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع نعيم بن مسعود - قال عباد في حديثه - الأشجعي في القبر ... الحديث.

وجملة القول، أن الحديث مرسل ضعيف الإسناد. ومثله ما أخرجه البيهقي عقبه من طريق عبد الوارث عن عقبة بن سيار (الأصل: يسار) ، قال: حدثني عثمان بن أخي سمرة قال: مات ابن لسمرة - وذكر بالحديث - قال: فقال: انطلق به إلى حفرتة، فإذا وضعتة في لحده، فقل: بسم الله، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أطلق عقد رأسه، وعقد رجله. قلت: وإسناده موقوف ضعيف، علته عثمان هذا، وهو ابن جحاش ابن أخي سمرة بن جندب، لا يعرف، أورده البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان (5 / 155) من رواية عقبة بن سيار فقط عنه. (تنبيه) : إن مما يؤكد ضعف حديث الترجمة، وعدم حفظ خلف لمتنه أيضا أنه وصف نعيم بن مسعود بأنه الأشجعي، وهو قد عاش بعد النبي صلى الله

عليه وسلم دون خلاف بينهم، ولذلك ادعى الحافظ في "الإصابة" أن المذكور في الحديث هو غير الأشجعي، فكأنه لم يتنبه لتصريح عباد بن موسى - وهو الختلي الثقة - بأنه الأشجعي، فهذا يبطل دعواه، ويدل على أن الحديث منكر. والله أعلم هذا، وروى ابن أبي شيبه عن رجل عن أبي هريرة قال: "شهدت العلاء الحضرمي، فدفناه، فنسينا أن نحل العقد حتى أدخلناه قبره، قال: فرفعنا عنه اللب، فلم نر في القبر شيئاً". ثم ساق في الباب آثاراً أخرى عن بعض التابعين لا تخلو من ضعف، لكن مجموعها يلقي الاطمئنان في النفس أن حل عقد كفن الميت في القبر كان معروفاً عند السلف، فلعله لذلك قال به الحنابلة تبعاً للإمام أحمد، فقد قال أبو داود في

مسائله (158) : " قلت لأحمد (أوسئل) عن العقد تحل

في القبر؟ قال: نعم". وقال ابنه عبد الله في "مسائله" (144 / 538) : " مات أخ لي صغير، فلما وضعتة في القبر، وأبي قائم على شفير القبر، قال لي: يا عبد الله! حل

العقد، فحللتها

## বাংলা

১৭৬৩। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নুয়াইম ইবনু মাসউদকে কবরে রাখেন তখন তিনি তার মুখ দিয়ে (কাপড়ের) গিট খুলে দিয়েছিলেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে বাইহাকী “আসসুনানুল কুবরা” গ্রন্থে (৩/৪০৭) আব্বাস ইবনু মুহাম্মাদ দাওরী সূত্রে সুরাইজ ইবনুন নুমান হতে, তিনি খালাফ ইবনু খালীফাহ হতে, তিনি তার পিতা হতে, -আমার ধারণা তিনি তার মনিব হতে শুনেছেন- তার মনিব হচ্ছেন মাকাল ইবনু ইয়াসের ...।

বাইহাকী বলেনঃ “আমার ধারণা” এ কথাটি আমি মনে করি দাওরীর।

আমি (আলবানী) বলছি কখনও নয়, বরং এ কথা হচ্ছে খালাফ ইবনু খালীফার। তিনি ইবনু আবী শাইবার বর্ণনাতেও একই কথা বলেছেন। তিনি সেটিকে “আলমুসান্নাফ” গ্রন্থে (৩/৩২৬) খালাফ ইবনু খালীফাহ হতে, তিনি তার পিতা হতে, আমার ধারণা তিনি মাকাল হতে শ্রবণ করেছেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন ...।

আমি (আলবানী) বলছিঃ ধারাবাহিক বিভিন্ন কারণে সনদটি দুর্বল।

(১) বর্ণনাকারী খালাফ ইবনু খালীফাহ সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার “আততাকরীব” গ্রন্থে বলেনঃ তিনি সত্যবাদী, তবে তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল এবং তিনি দাবী করেছিলেন যে, তিনি সাহাবী আমর ইবনু হুরাইস (রাঃ)-কে দেখেছেন। এ কারণে ইবনু ওয়াইনাহ এবং আহমাদ তার প্রতিবাদ করেন।

(২) তার পিতা খালীফাহ হচ্ছেন আশজার দাস অসেতী। তাকে চেনা যায় না। তাকে ইমাম বুখারী (২/১/১৯১), ইবনু আবী হাতিম (১/২/৩৭৬), ইবনু হিব্বান “আসসিকাত” গ্রন্থে (৪/২০৯) শুধুমাত্র তার ছেলে খালাফের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।

(৩) হাদীসটিকে মা’কেল হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে খালাফ তার পিতার সনদের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছেন। যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। বরং তিনি কোন কোন বর্ণনায় তার থেকে হাদীসটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আবু দাউদ “আলমারাসিল” গ্রন্থে (কাফ ২/২১) বলেনঃ আব্বাদ ইবনু মূসা এবং সুলাইমান ইবনু দাউদ আতাকী হতে, আর খালাফ ইবনু খালীফা তার পিতার উদ্ধৃতিতে তাদেরকে হাদীসটি বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। (পিতা) বলেনঃ তার নিকট পৌঁছেছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুয়াইম ইবনু মাসউদ (রাঃ)-কে কবরে রেখেছিলেন। আর আব্বাদ তার হাদীসের মধ্যে বলেনঃ আশযাঈকে কবরে ... আলহাদীস।

মোটকথা; হাদীসটি মুরসাল, সনদ দুর্বল।

অনুরূপভাবে বাইহাকী পরক্ষণেই আব্দুল অরেস সূত্রে উকবাহ ইবনু সাইয়্যার (মূলে আছে ইয়াসার) হতে, তিনি উসমান ইবনু আখী সামুরাহ হতে তিনি বলেনঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তুমি তাকে তার গর্তের নিকট নিয়ে যাও। যখন তাকে তার লাহাদ কবরে রাখবে তখন বলঃ বিসমিল্লাহি, অ আলা সুন্নাতি রসূলিল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। অতঃপর তার মাথার গিট এবং তার দু'পায়ের গিট খুলে দাও।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি মওকুফ এবং দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে এ উসমান। তিনি হচ্ছেন ইবনু জাহাশ ইবনু আখী সামুরাহ ইবনু জুন্দুব। তাকে চেনা যায় না। ইমাম বুখারী, ইবনু আবী হাতিম ও ইবনু হিব্বান (৫/১৫৫) তাকে শুধুমাত্র উকবাহ ইবনু সাইয়্যারের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।

সতর্কবাণীঃ বর্ণনাকারী খালাফ কর্তৃক হাদীসের ভাষাকে সঠিকভাবে হেফয না করাটাও আলোচ্য হাদীসটির দুর্বল হওয়াকে শক্তিশালী করছে। কারণ তিনি বলেছেন যে, নুয়াইম ইবনু মাসউদ (রাঃ) হচ্ছেন আশযাঈ। অথচ তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পরেও জীবন ধারণ করেন এবং এ ব্যাপারে কোন প্রকার মতভেদ নেই।

এ কারণে হাফিয ইবনু হাজার “আলইসাবাহ” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসে উল্লেখিত ব্যক্তি আশযাঈ নন। ... এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, হাদীসটি মুনকার।

ইবনু আবী শাইবাহ এক ব্যক্তির উদ্ধৃতিতে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেনঃ আমি ‘আলা হাযরামীর দাফনের সময় উপস্থিত থেকে তাকে আমরা দাফন করি। অতঃপর আমরা ভুলে গিয়ে তার গিট না খুলেই তাকে তার কবরে রেখে (ঢুকিয়ে) দেয়। এরপর আমরা ইট সরিয়ে দেখলাম কবরের মধ্যে কিছুই নেই।”

অতঃপর তিনি (ইবনু আবী শাইবাহ) এ অধ্যায়ে তাবেঈদের থেকে আরো কতিপয় আসার উল্লেখ করেছেন যেগুলো দুর্বলতা মুক্ত নয়। তবে এগুলোকে একত্রিত করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, সালাফদের নিকট কবরে রেখে মৃত ব্যক্তির কাফনের কাপড়ের গিট খুলে দেয়ার বিষয়টি প্রসিদ্ধ ছিল। আর এ কারণেই হয়তো হাম্বালী মাযহাবের অনুসারীরা ইমাম আহমাদের অনুসরণ করে এর পক্ষে কথা বলেছেন। আবু দাউদ তার “মাসাইল” গ্রন্থে (১৫৮) বলেনঃ কবরে কাফনের গিট খুলে দেয়ার ব্যাপারে আমি ইমাম আহমাদকে বললাম অথবা তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি উত্তরে বললেনঃ হ্যাঁ। আর তার ছেলে আব্দুল্লাহ তার “মাসাইল” গ্রন্থে (১৪৪/৫৩৮) বলেনঃ আমার এক ছোট ভাই মারা গেল। অতঃপর তাকে যখন কবরে রাখা হলো এমতাবস্থায় আমার পিতা কবরের ধারে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আমাকে বললেনঃ হে আব্দুল্লাহ! গিট খুলে দাও। তখন আমি তার গিটগুলো খুলে দিই।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72646>

হাদিসবিডিৰ প্ৰজেক্টে অনুদান দিন